মেহেরপুর পৌর যু্বদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে দুটি ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুর পৌর যু্বদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে পৌরসভার ৫ ও ৬নং ওয়ার্ডে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা, গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মসূচিতে যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, যুগ্ম আহবায়ক শিমুল বিশ্বাস,যুবনেতা নাহিদ মাহাবুব সানী, হিরক ও চঞ্চল, পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জারজিস ইউসুফ রমিকসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে মাসুদ অরুণের নেতৃত্বে মিছিল

মহান বিজয় দিবস ২০২৫ ও স্বাধীনতার স্মরণে মেহেরপুর বিএনপির উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার কলেজ মোড় থেকে এই মিছিলটি বের হয়।

এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুরে-১ আসনের মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও মেহেরপুর সরকারি কলেজ সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সায়েদাতুন্নেসা নয়ন।

মিছিলে জেলা, পৌর, সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিএনপির নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

মুজিবনগরে ৩ দিনব্যাপী তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে ৩ দিনব্যাপী তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এফসিডিও’র অর্থায়নে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের মাল্টি-স্টেকহোলডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি-এমআইপিস প্রকল্পের আওতায় এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের সেমিনার কক্ষে গত শনিবার থেকে গতকাল সোমবার পর্যন্ত ৩ দিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত “তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ” বিষয়ক প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

প্রশিক্ষণে রাজনৈতিক, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবামূলক যুব সংগঠনের প্রতিনিধি এবং ইয়ুথ পিস এ্যাম্বাসেডর গ্রুপ (YPAG) এর সদস্য, ৮ জন নারী ও ১০ জন পুরুষ যুব প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন, যাদের মাধ্যমে অগামিতে সম্প্রীতির মুজিবনগর গড়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করা হবে। ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে গণতন্ত্র, নাগরিক অধিকার, আত্মপরিচয়, কার্যকর যোগাযোগ, নেতৃত্ব বিকাশ এবং দলগঠনের কৌশলসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রশিক্ষনার্থীদের ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, এমআইপিএস

প্রকল্পের ট্রেনিং অফিসার মনিরুজ্জামান, খুলনা ক্লাস্টারের এরিয়া কো-অর্ডিনেটর এস.এম. রাজু জবেদ এবং ট্রেনিং & ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এক্সপার্ট সৈয়দ আমিনুর রহমান। সার্বিক ব্যাবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন, এমআইপিএস প্রকল্পের যশোর রিজিওনের ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর আশরাফুজ্জামান, পিএফজি সমন্বয়কারি ওয়াজেদ আলি খান ও ওয়াইপিএজি সমন্বয়কারি রিয়াজ শেখ।

প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীরা একটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট গঠন করেন, যা তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রদান করবে।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষনার্থীরা অভিজ্ঞতা শেয়ার করে জানান, এই প্রশিক্ষণ তাদের নেতৃত্ব গুণাবলি বিকাশে নতুন দিক উন্মোচন করেছে। উপস্থিত সকলেই এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তরুণ নেতৃত্ব বিকাশে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সমাপনীর দিনে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষনার্থীদের হাতে প্রশিক্ষণ সনদ তুলে দেওয়া হয়।

মেহেরপুরে জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিএনপির গণসংযোগ

“জনগণকে সঙ্গে রাখুন, জনগণের সঙ্গে থাকুন” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুর পৌরসভার ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে গণসংযোগ ও পথসভা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় এই গণসংযোগে শহরের রাজপথে ব্যাপক জনসংখ্যা লক্ষ্য করা যায়।
মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে শহরের কাথুলী বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে প্রেসক্লাব চত্বরে এক সংক্ষিপ্ত পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, “ ১৬ বছর ধরে

আপনারা শেখ হাসিনার দুঃশাসনের বিরুদ্ধে, লুটপাট এর বিরুদ্ধে, ক্রসফায়ারের বিরুদ্ধে, জীবনের মায়া ত্যাগ করে পুলিশের মামলাকে উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগ নামক সন্ত্রাসীদের আতঙ্ক-ভয়কে উপেক্ষা করে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। আমরা চেয়েছিলাম, গতবছর জুলাই-আগস্টের যে মহান গণঅভ্যুত্থান এবং বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে আবু সাঈদ, মুগ্ধ, ইয়ামিনসহ ছাত্রদল সংগ্রামী নেতা কর্মীসহ তারা আত্মহুতি দিয়েছে, রাজপথে রক্ত দিয়েছে, শেখ হাসিনার বেপরোয়া পুলিশ র্যাব, বিডিআরের গুলিতে ওই সংগ্রামী ছাত্র জনতা শ্রমিক কৃষক মৃত্যু বরণ করেছে, শহীদ হয়েছে আপনারা জানেন।। এই সমস্ত শহীদের রক্তের চেতনাকে ধরে রাখতে আমরা একটা নতুন ধারার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই নতুন ধারার বাংলাদেশ আবার কি করে করব? আজকে বিএনপির নামে একটি কমিটি হয়েছে সেই কমিটিতে আলালের ঘরের দুলাল কোথা থেকে টুকটাক টুকটাক করে আসছে। যেই আওয়ামী লীগ ১৬ বছর বিএনপি নেতাকর্মীর উপরে নির্যাতন চালিয়েছে মিথ্যা মামলা দিয়ে পুলিশ ডেকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে সেই সমস্ত কুলাঙ্গারদের আজকে ওরা পুনর্বাসন করছে।”
পথসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুজ্জামান বাবু, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তারিফ খান, ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম, সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মাহফুজুর রহমান অশেষ, ৪ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মফিজুল ইসলাম, আলিফ খান, মিজানুর রহমান মিজা, পৌর বিএনপির সাবেক সমাজসেবা সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মনা তারিক হোসেন কালু আরও অনেকে। মিছিল ও পথসভায় মেহেরপুর পৌর বিএনপির ২,৩ ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের নেতৃত্বের সংস্করণসহ দু’দফা দাবীতে সংবাদকর্মী মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের নেতৃত্বের সংস্করণের দাবী জানিয়েছে জেলা সাধারণ সাংবাদকর্মী ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। গতকাল

রবিবার দুপুর ৩টায় জেলার সাধারণ সংবাদকর্মী ও বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীরা দু’দফা দাবী জানিয়ে প্রেসক্লাবের সামনে সমবেত হয়।

এসময় তারা প্রেসক্লাবে রাজনৈতিক প্রভাব সম্পৃক্তকরণ ও সাধারণ সংবাদকর্মীদের অধিকার হরণের প্রতিবাদ জানিয়ে দু’দফা দাবি পেশ করেন। এ দাবীতে তারা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন প্রাব বিস্তার করে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবকে কুক্ষিগত করার পায়তারায়, যোগ্যদের প্রেসক্লাবে অর্ন্তভূক্তকরণ করা হয়নি। তাদেরকে অর্ন্তভূক্ত করে, বর্তমান কার্য নির্বাহী কমিটি ভেঙ্গে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করতে হবে।

আন্দোলনকারী গণমাধ্যমকর্মীদের পক্ষে জানানো হয়, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সর্বশেষ নির্বাচনের পর নির্বাচিত কমিটি ক্লাবের সদস্য ব্যতীত সকল গণমাধ্যমকর্মীদের ক্লাবে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করেছে। চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব জেলার সাধারণ সাংবাদিকদের অধিকার হরণ করে স্বার্থান্বেষীভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলো। প্রকৃত সাংবাদিকদের বাইরে রেখে দলীয় প্রভাবের মাধ্যমে ক্লাবকে কুক্ষিগত করে রাখা হয়েছে। সরাসরি রাজনীতি করে ও দলীয় সমর্থনে নির্বাচিত পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কামরুজ্জামান চাঁদ প্রেসক্লাবের নির্বাহী কমিটির পদে রয়েছেন। চুয়াডাঙ্গা আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক আবুল হাশেম ও মুহাম্মদ আতিয়ার রহমান এবং একই প্রতিষ্ঠানের শারীরিক প্রশিক্ষক ইসলাম রকিব সরকারি চাকরী ও এমপিওভুক্ত চাকরী করেও এ ক্লাবের নির্বাহী পদে আছেন। শুধু তাই নয়, ক্লাবের গঠনতন্ত্র না মেনে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বছরের পর বছর যোগ্য সংবাদকর্মীদের সদস্য পদ দেয়া থেকেও বিরত রয়েছে প্রভাবশালী কয়েকজন। ক্লাবের গঠনতন্ত্রে স্থানীয় গণমাধ্যমের দু’জন করে প্রতিনিধিকে সহযোগী সদস্য করে অর্ন্তভূক্ত করার নিয়ম থাকলেও তা করা হয়নি। তবে অযোগ্যরা স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে অনায়াশেই ক্লাবের সদস্য পদসহ গুরত্বপূর্ণ পদেও স্থান পেয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব নিরপেক্ষ করার জন্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, গণমাধ্যমকর্মীদের এ আন্দোলনে সম্মতি জানিয়েছেন। নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার দাবী তাদেরও। এতে স্বতস্ফূর্তভাবে অংশ নেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চুয়াডাঙ্গার অন্যতম সমন্বয়ক সাফ্ফাতুল ইসলাম। চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের নেতৃত্বের সংস্করণের দাবী জানিয়ে তিনি বলেন, ‘গণমাধ্যকর্মী ভাইয়েরা সত্য প্রকাশে কাজ

করেন। তবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে আমরা দেখেছি যারা সত্য প্রকাশে কাজ করতে চেয়েছেন তাদেকে বাধা দেয়া হয়েছে। প্রেসক্লাব থেকে আমাদের ন্যয্য দাবীতে করা আন্দোলনে কোন প্রকার সহযোগীতা করা হয়নি। ক্ষমতাসীন দল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়েছে। প্রেসক্লাবে রাজনৈতিক প্রভাবের স্থান থাকায় ক্লাবের নেতৃত্বস্থানীয় সংবাদকর্মীরা অন্য সাধারণ সংবাদ কর্মীদের কাজেও বাধা সৃষ্টি করেছে। আমরা চাই স্বচ্ছ প্রেসক্লাব, যেখানে সকলের সমঅধিকার থাকবে। সত্য প্রকাশে সংবাদকর্মীরা থাকবেন নির্ভীক। আমরা ক্লাবের নেতৃত্বের সংস্করণে যোগ্যদের স্থান দেয়া ও পূর্বের কমিটি ভেঙে আহ্বায়ক কমিট গঠন করাসহ দু’দফা দাবী জানাচ্ছি। অন্যথায় আমরা পরবর্তী বৃহৎ কর্মসূচি নিয়ে ক্লাবের সামনে সমবেত হবো।

এদিকে, গণমাধ্যমকর্মীদের প্রেসক্লাবের সামনে কর্মসূচীর খবর পেয়ে সেখানে আসেন চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি রাজীব হাসান কচি। তিনি সাংবাদিকদের দাবী মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেন। কিছুক্ষণ পর সেখানে প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফও আসেন। তারা সাংবাদিক ও শিক্ষার্থীদের তাদের দাবী পুরণে আশ্বস্থ করেছেন।

তবে আন্দোলনরত গণমাধ্যমকর্মীদের পক্ষে জানানো হয়েছে, দাবী মেনে না নেওয়া হলে, আজ সোমবার (১২ আগস্ট) বৃহৎ কর্মসূচী দেয়া হবে। ক্লাব ঘেরাও থেকে শুরু করে কয়েকজন দলীয় ব্যক্তিদের সদস্য পদ বাতিলের দাবিও উঠতে পারে। ইতোমধ্যে এ আন্দোলনে সংহতি জানিয়েছেন, চুয়াডাঙ্গার জ্যৈষ্ঠ সাংবাদিকরাসহ উপজেলা পর্যায়ের গণমাধ্যমকর্মী ও বিভিন্ন প্রেসক্লাব।

আন্দোলনে দেখা যায়, চুয়াডাঙ্গার গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে সাংবাদিক হুসাইন মালিক, মাহফুজ মামুন, সুস্থির আজাদ, আহসান আলম, সাঈফ জাহান, মেহেরাব্বিন সানভী, আলমগীর হোসেন, আজাদুল ইসলাম আজাদ, এফ.এ.আলমগীর, রুদ্র রাসেল, বজলুল আলম জীবন, সাইফুল ইসলাম, সাকিবুর রহমান সাকিব, সাকিব আল হাসানসহ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্রমুখ।